দৈনিক
ইনকিলাব

6

তারিখ 21 DEC 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

অভিভাবকদের দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

প্রকট ভর্তি সমস্যার অবসান হয়নি শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগ নেই

মোঃ আবদুর রহিম ॥ আগামী শিক্ষা বর্ষ আসন্ন। ভাল স্কুলের সংখ্যা কম হওয়ায় ভর্তি সমস্যা এবারও প্রকট। স্কুলে ভর্তির সমস্যার কারণে একদিকে অভিভাবকদের দারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা অপর দিকে চলছে কোচিং সেন্টার ও গৃহ কোচিং-এর রমরমা ব্যবসা। একই সাথে চলছে ডোনেশন দেয়ার প্রতিযোগিতা।

১৯৯৬ শিক্ষা বর্ষের আর মাত্র ১০ দিন বাকী। ১৯৯৭ শিক্ষা বর্ষের জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শুরু হবে পবিত্র মাহে রমজান মাস। এর মধ্যেই শেষ হতে হবে ভর্তি পরীক্ষা। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এখন পর্যন্ত সরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তির তারিখ ঘোষণা করতে পারেনি। কিন্তু বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উল্লেখিত সময়ের মধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা শেষ করবে। তাই ভাল স্কুলগুলোতে শুরু হয়েছে ভর্তি প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার সাথে

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

প্রকট ভর্তি সমস্যা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন ছাত্র, শিক্ষক এবং অভিভাবক থেকে শুরু করে মন্ত্রী পর্যন্ত। রাজধানীর ২/১টি স্কুলে ইতোমধ্যেই ভর্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে। উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে গত ১২ ডিসেম্বর। অধিকাংশ স্কুলেই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে জানুয়ারী মাসের প্রথম ১০ দিনের মধ্যে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সমস্যার কারণে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছেন অভিভাবকগণ। তারা দিন-রাত ভর্তির জন্য তদবির চালিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক। তদবিরের চাপে শিক্ষক, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, সাংবাদিক থেকে শুরু করে মন্ত্রীগণ পর্যন্ত অতিষ্ঠ।

প্রতিবছরই রাজধানী ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে ভর্তি সমস্যা প্রকট থাকে। এ সমস্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানে তেমন কোন উদ্যোগ নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এ বিষয়ে কোন মাথাব্যথা নেই বললেই চলে। এ অধিদপ্তরটির ব্যস্ততা কেবল নিয়ম বহির্ভূত বদলি ও পদোন্নতি এবং বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশের টাকা বন্টন নিয়ে। এখন পর্যন্ত এ বিভাগটি সরকারী স্কুলে ভর্তির তারিখ ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

রাজধানী ঢাকায় প্রথম সারির স্কুলগুলোতে ১০০ সীটের জন্য ৩ হাজার পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিক্রি হয়। ভর্তির এ সমস্যা এবং অভিভাবকদের উৎকণ্ঠাকে পুঁজি করে ভর্তির কোচিং সেন্টারগুলো পত্রিকায় রঙ্গিন বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং রং-বেরং-এর ব্যানার ও সাইন বোর্ড টাঙ্গিয়ে কোচিং-এর ব্যবসা জাঁকিয়ে বসেছে। অপর দিকে প্রথম সারির স্কুলসমূহের শিক্ষকগণও বসে নেই। তারাও অনেক পূর্ব থেকেই নিজেদের বাসগৃহে ভর্তির কোচিং করাচ্ছেন। ভর্তি কোচিং-এর বিনিময়ে তারা উঠিয়ে নিচ্ছেন উঁচু হারের পারিশ্রমিক। এখানেই শেষ নয়। ভর্তির কোচিং-এর পরিশ্রম যাতে ব্যর্থ না হয়, সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে– সে জন্য ভর্তির গ্যারান্টি হিসেবে সচ্ছল অভিভাবকদের সামনে ডোনেশনের টোপ দিয়ে রাখা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে ভর্তি করিয়ে দেয়ার জন্য বন্ড সাইনও হচ্ছে। ইতোমধ্যেই ডোনেশনের পরিমাণ লাখে পৌঁছেছে। এসব ক্ষেত্রে ডোনেশনের অর্ধেকও বিদ্যালয় ফান্ডে যাবে কি-না সন্দেহ আছে। ভর্তি সমস্যার কারণে ভাল স্কুলগুলোতে ভর্তির তীব্র চাপ পড়ে। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকেও প্রস্তুতি গ্রহণে প্রতিযোগিতার পথ বেছে নিতে হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর পড়ার চাপ এমন পর্যায়ে পড়ে– যা সহ্য করতে তারা সমর্থ নয়। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে পঞ্চম কিংবা আরো উঁচু ক্লাসের শিক্ষা গলাধকরণে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় এক একজন ছাত্র বা ছাত্রী অতি সেদ্ধ ডিমের গুণাগুণের মত ছাত্র-ছাত্রীতে পরিণত হয়।

বিশেষজ্ঞ ও মনোবিজ্ঞানীদের মতে এ প্রতিযোগিতা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাঞ্ছিত নয়। তাদের মতে এ অবস্থার অবসানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষা বিভাগসমূহকে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী হতে হবে ভর্তি সমস্যা সমাধানে।